শিবানী নিবেদিত
এই তো
সংসার
কাহিনী
চিত্রনাট্য-পরিচালনা
কনক মুখার্জী

পরিচালক কণক মুখার্জীর পুণ্য-স্মৃতির
উদ্দেশ্যে "এইতো সংসার" ছবিটি উৎসর্গীকৃত

॥ এন. এস. প্যাটেল ও জয়ন্ত প্যাটেল প্রযোজিত ও শিবানী নিবেদিত ॥

• এই তো সংসার •

★ কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ, পরিচালনা : কণক মুখার্জী ★

সঙ্গীত : অমল মুখার্জী ● সম্পাদনা : অমিয় মুখার্জী

গীত রচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, মিন্টু ঘোষ ॥ চিত্রগ্রহণ পরিচালনা : শংকর ব্যানার্জী ॥ সহযোগী পরিচালক ও চীফ্‌ প্রোডাকসন এক্সিকিউটিভ দিলীপ নন্দী ॥ শিল্পনির্দেশনা : বিজয় বসু ॥ রূপসজ্জা : দেবী হালদার ॥ কর্মসচিব : বিশু রায় ॥ সংগীত গ্রহণ : সত্যেন চ্যাটার্জী ॥ শব্দ পুনঃযোজনা : জ্যোতি চ্যাটার্জী ॥ শব্দগ্রহণ : অনিল দাশগুপ্ত, সৌমেন চ্যাটার্জী, ইন্দু অধিকারী, অতুল চ্যাটার্জী ॥ ● নেপথ্য কণ্ঠ-সংগীতে : বাসবী নন্দী, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য, তিলক চক্রবর্তী, অলকা যাজ্ঞিক, প্রতিমা সাহা, লাভলি মুখার্জী ॥ ● ইনরেকো রেকর্ডে ছবির গানগুলি শুনুন ● স্থির চিত্রগ্রহণ : পিকস্‌ ষ্টুডিও ॥ পরিচয়-লিপি-লিখন : রতন বরাট ॥ কেশ বিন্যাস : সীমা রানা ॥ বেশ বিন্যাস : ৺কেদার শর্মা, বরেণ দত্ত ॥ সহযোগী সম্পাদক : শেখর চন্দ ॥ প্রচার পরিকল্পনা : কল্যানী দত্ত ॥ প্রচার উপদেষ্টা : শ্রীপঞ্চানন ॥

সহকারী-বৃন্দ : পরিচালনায় : অঞ্জন মুখার্জী, মানু দাস, জয় মুখার্জী ॥ চিত্রগ্রহণে : বিশু মুখার্জী, তপেন ঘোষ ॥ সংগীত পরিচালনায় : রবীন সরকার ॥ রূপসজ্জায় : বিমল মুখার্জী ॥ সম্পাদনায় : অচিন্ত্য মুখার্জী ব্যবস্থাপনায় : ভূপেন দাস, সুবীর সাহা ॥ শিল্প নির্দেশনায় : সুরেশ চন্দ্র চন্দ ॥ সঙ্গীত গ্রহণে : বলরাম রায়ুই ষ্টুডিও, সহযোগিতায় : আনন্দ মোহন চক্রবর্তী, ভোলানাথ ভট্টচার্য, তরুণ রাহা ॥ রসায়নাগারে : বীরেন গুহবিশ্বাস, রবীন ব্যানার্জী, ফণীভূষণ সরকার, কানাই ব্যানার্জী, নিরঞ্জন চ্যাটার্জী, অবনী মজুমদার, বীরেন দাস, দিলীপ রায়, দুলাল সাহা, বংশী রায়, শীতল দাস, তপন বসু ॥ শব্দগ্রহণে : বাবাজী শ্যামল, পাচু মন্ডল, অজয় অধিকারী, রথীন ঘোষ, বীরেন নস্কর ॥ প্রচার অংকনে : ডিজাইন, নির্মল রায়, নিকুঞ্জ রাঢ়ী, রতন বরাট, পালিত, এ. কে. কনসার্ণ, ভবানীপুর লাইট হাউস ॥ সাপ্লায়ার্স : শক্তি পেন্ট সাপ্লাই, দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই, দি নিউ ডেকরেটার্স, অমরনাথ ডেকরেটার্স, বেতার মহল, নিউ কর্ণওয়ালিস এক্সচেঞ্জ, দি মেকআপ, দি নিউ রমা ইলেকট্রিক, তারকনাথ ক্যানটিন, কল্যান ক্যানটিন, দি প্রাইভেট ফুড কোম্পানী ॥ ইলেকট্রিসিয়ান্স : প্রভাস ভট্টাচার্য, হবেন গাঙ্গুলী, শম্ভু ব্যানার্জী, ভবরঞ্জন দাস, সুধীর সরকার, হরিপদ হাইত, সুনীল শর্মা, অবনী নস্কর, নিতাই শীল, রামদাস কাহার, সুদর্শন দাস, গুণনিধি নেংকা, হংসরাজ মৌর্য্য, পরেশ মন্ডল, হারো সিং, তারাপদ মান্না, কৃষ্ণরাম, তুলসী ভট্টাচার্য্য, কিশোরী ভট্টাচার্য্য, সুনীল দাস, দিবাকর রাউত, কাশী কাহার, রামধনী খাটোয়ার ॥ শব্দ পুনঃযোজনায় : পাচুগোপাল ঘোষ রবীন চৌধুরী, ভোলা সরকার ॥ মুদ্রণে : প্রণব রায়।

কাহিনী

বিত্তবান রায়বাহাদুর মহেন্দ্র নাথ চৌধুরী তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর অভিপ্রেত যে উইলটি করে গিয়েছিলেন সেটি তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ অ্যাটর্ণী কিরণ সেনের কাছে গচ্ছিত ছিল। মহেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কিরণবাবু একদিন উইল এর ভাষ্যটি ব্যক্ত করলেন মহেন্দ্রনাথের শ্যালক বাদল মল্লিক ও তার স্ত্রী বিদ্যুতপ্রভার কাছে। উইল এর অন্যতম প্রধান ধারায় একটি বিশেষ কথা ব্যক্ত করেছিলেন মহেন্দ্রনাথ—বাদল ও তার স্ত্রী মহেন্দ্রর একমাত্র কন্যা রাধাকে লালন পালন করবেন—বিনিময়ে তাঁরা পাবেন মাসিক তিন হাজার টাকা। পরবর্তী কালে অর্থাৎ রাধা সাবালিকত্ব অর্জন করার পর উপরোক্ত ধারার পরিবর্তন ঘটবে—রাধা নিজেই তখন অর্জন করবে সমস্ত সম্পত্তির একচ্ছত্র অধিকার।

বাদল ও বিদ্যুৎপ্রভা সহজভাবে প্রথম জীবনে রাধাকে গ্রহণ করলেও সংঘাত শুরু হ'ল যখন জন্মগ্রহণ করলো বিদ্যুতপ্রভার একটি কন্যা সন্তান। নিজের মেয়ের প্রতি যতই মমতার আকর্ষণ বাড়তে থাকে রাধার প্রতি ততই তিনি হয়ে ওঠেন দুর্বিণীতা। এটাই করে তুললো বিদ্যুতকে দুষ্ট রমণী। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাধা ও বিদ্যুতের কন্যা বুলু বড় হয়ে উঠতে লাগল।

বিদ্যুতের এক ভাই অন্যদিকে মনেমনে একটি ইচ্ছা পোষণ করতে আরম্ভ করলো। সে চাইছিলো রাধাকে বিয়ে করে পুরো সম্পত্তির অধিকারটা গ্রহণ করতে—কিন্তু ভাই এর এই অভিপ্রায়টি সুচোখে দেখতে নারাজ ছিলেন বিদ্যুতপ্রভা। অ্যাটর্নী কিরণবাবু রাধাকে সুপাত্রস্থ করার প্রয়াসে চেষ্টার কসুর করেননি—কিন্তু এখানেও বিদ্যুতপ্রভার গোপন বাধায় তা সম্ভব হতে পারেনি কারণ রাধার বিয়ে হয়ে গেলেই সম্পত্তির সব কিছুই তার হাতের বাইরে চলে যাবে। রাধার লাঞ্ছনা গঞ্জনা ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। রাধার বৃদ্ধা ঠাকুমাও এর প্রতিবাদ করতে পারেন না—তিনি থাকেন শুধু নীরব স্বাক্ষীর ভূমিকায়। রাধার মামা বাদলও স্ত্রী বিদ্যুৎ প্রভার ভয়ে নির্বাক অর্থাৎ প্রতিবাদের ক্ষমতাবিহীন মানুষ। অত্যাচারে জর্জরীতা রাধা একদিন নীরবে নিরুদ্দিষ্টা হয়ে গেল। চলন্ত ট্রেনের তলায় পড়ে সে যখন আত্মহত্যা করতে উদ্যত ঠিক এমনি মুহূর্তে তাকে রক্ষা করে একটি মেয়ে। ট্রেন চলে গেল—রাধা দেখলো ঠিক তারই মত অন্য একটি মেয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে।

অবিকল রাধার মতো দেখতে এ মেয়েটির নাম ফুলটুসী। ফুলটুসী রাধাকে সস্নেহে নিয়ে আসে এবং তার সবিস্তার দুঃখে কাহিনী শুনে প্রতিশোধপরায়ণা হয়ে ওঠে। সে রাধাকে বলে "তুমি ফুলটুসী হয়ে এ বাড়িতে থাকবে আর আমি রাধা হয়ে তোমাদের বাড়ি গিয়ে সমস্ত অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।

এরপর পটভূমি পরিবর্তিত হয়ে গেল ফুলটুসী রাধার বেশে মহেন্দ্রের বাড়িতে এসে একে একে বিদ্যুতপ্রভা শেখর প্রভৃতিকে শায়েস্তা করল তারপর সংসারের সর্বময় কর্ত্রী করে দিল বৃদ্ধা ঠাকুমাকে। ঠাকুমা এবং বাদল বিশেষভাবে পুলকিত হলেন।

অন্যদিকে শেখরের প্রতিশোধ স্পৃহা বেড়ে উঠতে লাগলো। রাধার (ফুলটুসী) আশীর্বাদের দিন শেখর আসল রাধাকে বস্তীর মধ্যে দেখে পুলিশে খবর দেয় এবং ফুলটুসী জালিয়াত প্রমাণ করে পুলিশ এনে গ্রেপ্তার করালো। তারপর আসল ফুলটুসীর পালিত বাবা আত্মারামকে পুলিশ যখন মহেন্দ্র চৌধুরীর বাড়িতে নিয়ে এলো সে তখন মহেন্দ্র চৌধুরী ছবিদেখে বিস্মৃত।

এরপর শুরু হলো চরম নাটক। ফুলটুসীরূপী রাধাকে জেলে গিয়ে ওকালতনামা সই করালেন তরুণ ব্যবহারজীবি রাজাচৌধুরী। আদালতে চললো মামলা। বিভিন্ন বাদ প্রতিবাদের মধ্যে প্রমাণিত হ'ল ফুলটুসী জালিয়াত রাধা। তার আসল উদ্দেশ্য আসল রাধাকে হত্যা করে তার সম্পত্তি অপহরণ করা যেহেতু তার চেহারা অবিকল রাধার মতো। এই মুহূর্তে আবার শুরু হ'ল আরেকটি চরম নাটক—রাজার কাছে হাজির হ'ল একজন স্মাগ্‌লার। সে রাজাকে বললো কাঠগড়ায় গিয়ে সে বলবে যা ঘটেছে সব মিথ্যে আসল কথা কিছু সে বলতে চাইছে। এই স্মাগ্‌লারের জবান বন্দীতে প্রকাশ পেল ফুলটুসীর সত্যিই কোনো হত্যার অভিপ্রায় ছিল না এখনো নেই—আর আসল রাধা জীবিত। আইন এই স্মাগ্‌লারটির কথায় সায় দিল।

ফুলটুসীর বাবা আত্মারামের জবানবন্দী অবশ্য আগেই জানা গিয়েছিল যে মহেন্দ্র চৌধুরীর যমজ কন্যার একটিকে অপহরণ করেছিল তার নিঃসন্তান স্ত্রী। আইন রাধাকে মুক্তি দিল।

এরপর রাধা আর ফুলটুসির কি হলো ? ? ?

সংগীত

(এক)

তুমি পাথর হয়ে থাকো যদি মা,
আমার কান্না আর কে মোছাবে
দু'হাত থাকতে যদি বাড়িয়ে না দাও,
তবে কে আর আমায় কোলে তুলে নেবে।
আমার কান্না আর কে মোছাবে।
যেদিকে তাকাই আমি দেখি যে আঁধার,
একটি প্রদীপ শুধু তুমি যে আমার
যেদিকে তাকাই আমি দেখি যে আঁধার,
একটি প্রদীপ শুধু তুমি যে আমার।
এটুকু আলোও যদি নিভে যেতে চাও
তোমায় দেখবো আমি বলো কিভাবে
আমার কান্না আর কে মোছাবে।
তুমি ছাড়া আমার যে নেই কিছু আর
তোমার কাছে আমি তাই বারবার—।
তুমিও সবার মত মুখ ফেরালে
মায়ের মমতা বলো আর দেবে ?
তুমিও পাথর হয়ে থাকো যদি এমন
তবে আমার কান্না আর কে মোছাবে।

কণ্ঠ : শ্রীমতী প্রতিমা সাহা,
শ্রীমতী লাভলি মুখোপাধ্যায়

কথা—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর—অমল মুখোপাধ্যায়

(দুই)

– আঃ ফুলটুসী –
– বল্ –
– কাছে আয় –
– ছুঁয়োনা ছুঁয়ো না বধূ ওইখানে থাকো
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখো
– আরে থাম
– ফুলটুসী তোর রঙ্গ বোঝা ভার –
– কেনরে ।
– দুলিয়ে অঙ্গটি তোর ডাকিস্ ইশারায়
ফুলটুসী তোর রঙ্গ বোঝাভার –
উঁহু
ফুলটুসী তোর রঙ্গ বোঝা ভার
ডাকিস তারে সেই আমার মন নিয়ে এয়েছি
ডাকিস তারে সেই আমার মন নিয়ে এয়েছি
আহাঃ কেরে !
পোড়া কপাল পুড়িয়ে নাগর পীরিতি রসে
পুরে মেরেছি
পোড়া কপাল পুড়িয়ে নাগর পীরিতি রসে
পুরে মেরেছি ।
বলহরি –
অকূল গাঙ্গে কে ভাসালো আমার ফুটো নাও
অকূল গাঙ্গে কে ভাসালো আমার ফুটো নাও
আহাঃ ফুলটুসী তোর রঙ্গ বোঝব
নাগর তোর রঙ্গ বোঝা ভার –
হ্যাঁরে বৌবাজারের কাণাগলি সেথায় তুই
আনারকলি
হ্যাঁরে বৌবাজারের কাণাগলি সেথায় তুই
আনারকলি
রো.....।
হ্যাঁরে.....।
মইরি সোহাগের সুরা ধালি ভাসালি আমায়
হৃৎপিণ্ডের পিঞ্জিরাটাকে চটকে দিলে হায়
নাগর তোর রঙ্গ বোঝা –
ফুলটুসী তোয় রঙ্গ বোঝা ভার
পরালি বেলের মালা বাঁশি হাতে হলেম কালা
পরালি বেলেয় মালা বাঁশি হাতে হলেম কালা ।
এগিয়ে ধর রূপের ডালা টুপি পরে যাই
এগিয়ে ধর রূপের ডালা টুপি পরে যাই
এগিয়ে ধর রূপের ডালা টুপি পরে যাই
ফুলটুসী তোর রঙ্গ বোঝা
নাগর তোর রঙ্গ বোঝা
ফুলটুসী তোর রঙ্গ বোঝা ভার ।

নেপথ্য কণ্ঠে
শ্রীমতী বাসবী নন্দী, শ্রীপিন্টু ভট্টাচার্য্য ।
কথা : মিল্টু ঘোষ
সুর : অমল মুখোপাধ্যায়

(তিন)

রিম্ ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টিধারার
এমন আষাঢ় আসেনি কখনো আগে
এইতো সময় যদি দেখা হয়
কেউ কি উদাসী থাকে ।
রিম্ ঝিম্ ঝিম্ আজকে প্রথম
কথা বলে মন শোনাতে কি ভালো লাগে
এখনো যদি অচেনা থাকো
একথা শোনাই কাকে
রিম্ ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টিধারার
কোন খানেতে শুরু হ'ল, কোথায় এলাম
আজি ।
এই বরষা কেন ভাবি সোণার চেয়েও দামী
এইতোমার মনের পরশমণি সোনা করেছে
আমাকে
এখনো যদি অচেনা থাকো একথা শোনাই কাকে
রিম্ ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টিধারার
কোথায় আছি চোখ জানেনা মন শুধুই জানে
নদীর মতন এলাম শুধুই সাগর স্রোতের টানে
নেই কিনারা সব একাকার ভুলে গেছি
সীমানাকে
এখনো যদি অচেনা থাকো একথা শোনাই কাকে
রিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টিধারার
এমন আষাঢ় আসেনি কখনো আগে
এইতো সময়
যদি দেখা হয়
কেউ কি উদাসী থাকে
রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্
রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্
রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্
রিম্ ঝিম্

নেপথ্য কণ্ঠে—শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী লাভলি মুখোপাধ্যায়
কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর : অমল মুখোপাধ্যায়

(চার)

নয়ন তারার ঘুগনী দানা
নরম হাতে গরম চানা
মন মৌজের খানা
আশ্ মিটিয়ে খা ।
পায়ে ধরি জলপরী
জানটা নিয়ে যা ।
শুধু জলপরী নয় ঠোঙ্গা হাতে আঁ ।
মামা ও মামা কি খাওয়ালে মামা ?
কি দাওয়াই খাওয়ালে মামা বুকজ্বলে
চোখ খোলে
দেখি এক দোলনা দোলে দোলনা দোলে ।
এক দোলনা দোলে
মতলবীরা আসমানে যায় হায় হায়, বেকুব
হারায় পাতালে ।
আহা কি দাওয়াই খাওয়ালে মামা ।
নয়নতারার ঘুগনী দানা নরম হাতে গরমচানা

নেপথ্য কণ্ঠে
শ্রীতিলক চক্রবর্তী
ও শ্রীমতী অলকা যাজ্ঞিক

যৌবনের এই দৌলতখানা লুটে নিয়ে যা ।
পায়ে ধরি জলপরী জান্টা নিয়ে যা ।
এই প্রেমের দমকলটা ডাক (হেঁচকী)
এই বাজনার তারটা ছেঁড়া ।
সব হারা আধমরা
আমরা ছন্নছাড়া, ছন্নছাড়া ।
দেউলে হয়েও রেহাইতো নেই মামা
হায় হায় এমনি কপাল পোড়া ।
এই বাজনার তারটা ছেঁড়া ।
নয়নতারার মাথাটা খাস
যদি এমন চুপসিয়ে যাস ।।
মরদ-রে তুই বুক চিতিয়ে যা এগিয়ে যা
যা-না ।
পোড়া কপাল আর তাহলে পোড়া কপাল
রবে না ।

কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর : অমল মুখোপাধ্যায়

: রূপায়ণে :

মহুয়া রায়চৌধুরী (দ্বৈত চরিত্রে সর্ব প্রথম) ।। দীপঙ্কর দে ।। শমিত ভঞ্জ । সন্ধ্যারানী ।। গীতা দে ।। সাধনা রায়চৌধুরী ।। তরুণ কুমার ।। রবি ঘোষ ।। শেখর চ্যাটার্জী ।। চিন্ময় রায় ।। বঙ্কিম ঘোষ ।। আনন্দ মুখার্জী ।। অজয় ব্যানার্জী ।। শম্ভু ভট্টাচার্য ।। সুধীর রায়চৌধুরী ।। ডঃ রবি মুখার্জী ।। সমীর মুখার্জী ।। স্বরাজ চ্যাটার্জী ।। অরুণ বসু ।। মানু দাস ।। গোপী মণ্ডল ।। প্রভাস চ্যাটার্জী ।। পরিতোষ রায় ।। গৌতম ভট্টাচার্য ।। বিশ্বনাথ মুখার্জী ।। দেবনাথ চ্যাটার্জী ।। পিনাকী কর্মকার । দেবেন ভট্টাচার্য ।। পূর্ণ চ্যাটার্জী ।। সিদ্ধার্থ দত্ত ।। অশোক পান ।। গজা বসু ।। সংগীতা ব্যানার্জী ।। মিস্ শেফালী ।। ডলি বাগচী ।। রুবিনা ।। সুজাতা আচার্য ।। স্বপ্না ।। বুলবুল ।। মুনমুন চক্রবর্তী এবং নবাগত জয় মুখার্জী ।।

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও (প্রাঃ) লিঃ, ক্যালকাটা মুভিটোন (প্রাঃ) লিঃ, ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপেরাটিভ সোসাইটি লিঃ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, সাউন্ড সিস্টেমে গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম লাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত ।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এইচ, এস, মেহতা ।

বিশ্ব পরিবেশনা : এস, বি, ফিল্মস্ , ১৫, প্রফুল্ল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০ ০৭২

পরবর্তী আকর্ষণ

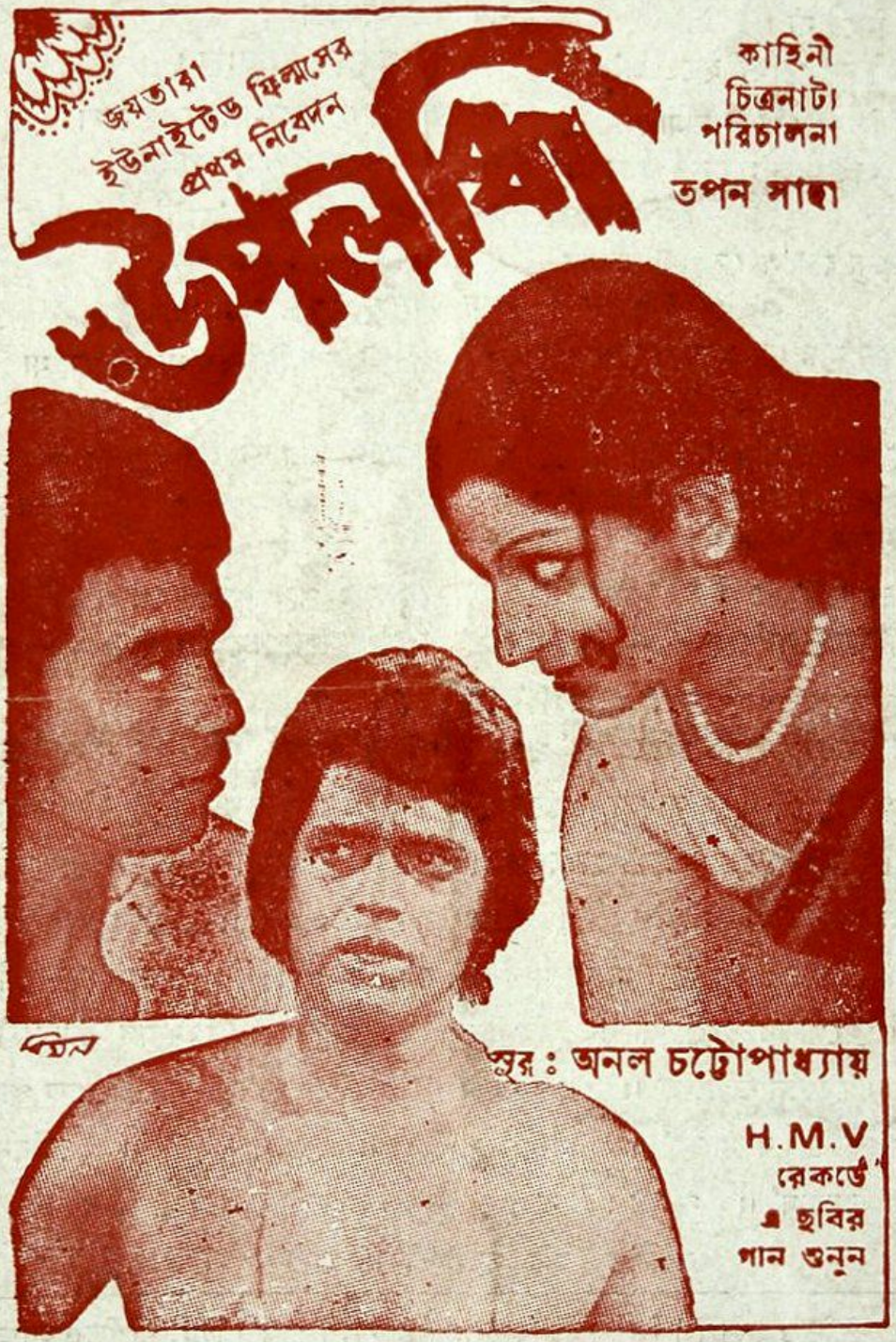

এস, বি, ফিল্মসের প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে প্রকাশিত।
মুদ্রণে : প্রেসলিঙ্ক, ২১এ, এ্যান্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯
পরিকল্পনা, সম্পাদনা ও গ্রন্থনা : শ্রীপঞ্চানন